কিছু মানুষ ঘুরে বেড়াত শীতের লেপ, তোষক তৈরি করে দিত। সেই আওয়াজটা ছিল যেন শীতেরই এক অডিয়ো সিগনেচার। বছরের অন্য সময়টায় আর তাদের দেখা যেত না, কোথায় যেত কে জানে। এখন ঠান্ডার মোকাবিলায় মোলায়েম কম্বল ছাড়াও বাজারে বিভিন্ন ব্যবস্থা চলে এসেছে। ফলে চাহিদা কমে যাওয়ায় এখন আর তাদের খুব একটা দেখাও যায় না। এখন শীতে আসে একা, তার দূত ধুনকর বা ধুনুরিরা আসে কম।

টিভি তখনও শুরু হয়নি। শীত এলেই ছোট মাঠে বা একটু বড় খোলা জায়গায় চারপাশ ঘেরা ছাউনি পড়ত। মাটি থেকে একটু উঁচুতে ছোট্ট মঞ্চ বরাবর, মাটিতে ত্রিপল পেতে পুরুষ ও নারীর বসার জায়গা আলাদা করে দেওয়া হত। টিকিটের দাম খুব বেশি না হওয়ায় এবং প্রতিদিন বিভিন্ন কাহিনি পরিবেশিত হওয়ায় প্রায় অনেকদিনই এই আসরে ভিড় জমানো হত। স্ট্রিং, রড আর গ্লাভস এই তিন ধরনের পাপেটের মধ্যে স্ট্রিং অর্থাৎ দড়ি দিয়ে উপর থেকে ঝোলানো পুতুল দিয়ে চলত এই পুতুল নাচ। সুরেলা সংলাপ আর কীর্তনের সুরে গান গেয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র, নিমাই সন্ন্যাস, কালীয় দমন, বেহুলা লক্ষ্মীন্দর, সীতা হরণ, শহিদ ক্ষুদিরাম ইত্যাদি নানান কাহিনির সঙ্গে শৈশবকে আলাপ করিয়ে দিতে, শীতের পুতুল নাচের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এখন সারা বছর টেলিভিশনের অ্যানিমেশন চ্যানেলগুলো শৈশবের দখল নিয়েছে। শীত সেখানে অনাহূত।

শৈশবের আচরণে কিছুদিনের জন্য হলেও বড় হওয়ার ভাব এনে দিত এই শীত। ধূমপান, সে তো বড়দের বিষয়। কিন্তু শীত এলেই দুই আঙুল মুখের সামনে সিগারেটের মতো ধরে, বেশ লম্বা করে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়বার সময়ে, বড়দের সামনে বড়গিরির সুযোগটা শীতেই এনে দিত। ঘুম থেকে উঠেই কিংবা দিনের অন্যান্য সময়েও মুখের ধোঁয়া বের হতে দেখাটা ছিল ছোটদের কাছে শীতের এক উপরি আকর্ষণ। এখনও চাইলে শীত শৈশবকে সেই সুযোগ দেয়, কিন্তু শীতকে জড়িয়ে আজকের শৈশবের সেইসব আবেগ, অনুভূতির সময়টাই হয়তো নেই।

জ্বালানি আজকের মতো এত সহজলভ্য ছিল না। সূর্যের আলোতে ছিল না রঞ্জন রশ্মির উৎপাত। তাই প্রতিটি বাড়ির খোলা বারান্দায়, উঠোনে, ছাদে বা চিলতে খোলা জায়গায় যেখানে রোদ এসে পড়ে, সেখানে বিভিন্ন আকৃতির পাত্রে তাদের রেখে দেওয়া হত। বিশেষত বাড়ির ছোট বা প্রবীণ মানুষটির স্নানের জন্যই ছিল এই আয়োজন। রোদে দাঁড়িয়ে সারা শরীরে সূর্যের তেল মেখে নেওয়ার পরে সেই রোদের জল দিয়ে স্নান নাকি ত্বকের পক্ষেও ভালো ছিল। কিন্তু আজ এই ধারণা বদলে যেতে বাধ্য করেছে। ঘরে ঘরে গিজার, ইমারসন রড, গ্যাসের বাড়বাড়ন্তে বাড়িতে শীতের রোদ এসে একলা দাঁড়িয়ে থাকে।

কণ্ঠশিল্পী আর কণ্ঠীশিল্পী শব্দদু'টো সঙ্গীতকে জড়িয়ে হলেও খানিক আলাদা। হিন্দি ও বাংলা জনপ্রিয় ফিল্মের গান যারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন, মূলত তাঁরাই বিভিন্ন দিকপাল কণ্ঠশিল্পীদের 'কপি সিঙ্গার' বা কণ্ঠীশিল্পী হিসেবে পরিচিত। শীতের সঙ্গে এই কণ্ঠীশিল্পীদের একটা সম্পর্ক ছিল। বাঁশের মাচা বেঁধে এপাড়ায় সেপাড়ায়, গানের জলসা ছিল শীতের সন্ধ্যে–রাতের এক বিশেষ আকর্ষণ। সুপারহিট নানান গানকে কণ্ঠে নিয়ে শীতের এই মাচা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই অনেক কণ্ঠীশিল্পীর জন্ম। কোন পাড়ায় কোন অর্কেস্ট্রার প্রোগ্রাম, সেই খবর বাতাসে আগাম ছড়িয়ে পড়ত। পাড়া কাঁপিয়ে শীতের সন্ধ্যা গড়িয়ে অনেক রাত অবধি চলত শরীর দুলিয়ে সেই গান শোনা। এখন হাতের ইলেকট্রনিক ডিভাইসে কয়েক হাজার গানের সম্ভার, শীতের রাতের সেই গানের জলসার আকর্ষণকে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। অর্কেস্ট্রা শব্দটির অর্থ 'সমবেত, বাদকদল' সেই দল থেকে শীত বিদায় নিয়েছে অনেকদিন। সারা বছর রোজগারের তাগিদে, অর্কেস্ট্রার সঙ্গে শীতের সে প্রণয় আর নেই।

'আচ্ছা এই খেলাটা কি দিনের আলোয় খেলা যায় না?' প্রশ্নটা মাথায় ঘুরপাক খেত ছোটবেলায়। কেন না শীত এলেই সন্ধেবেলায় এলাকার ছোট খালি জমিতে ব্যাডমিন্টন খেলা হত অনেক জায়গাতেই। শীতের শীতলতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই যেন সন্ধেবেলায় এই ঘাম ঝরানোর আয়োজন। শীতের গোটা সময়টাই সান্ধ্য এই খেলা চলত। শীতের শেষভাগে কোন টুর্নামেন্ট আয়োজন করে পাট চোকানো হত সে বছরের মতো। নেটের দুই প্রান্তের খুঁটির মাথায় বোর্ডের বাল্বগুলো জ্বলে উঠতেই চারপাশ আলো আঁধারির মধ্যে ঝলমল করে উঠত রাতের ব্যাডমিন্টনের কোর্ট। না, এখন আর চিলতে জমি ফাঁকা পড়ে থাকে না, মাটি ফুঁড়ে সেখানে বিল্ডিং গজিয়ে গিয়েছে। হয়তো হাতে নেই খেলার মতো অবসরও। তাই সান্ধ্য এই খেলার উদ্যোগ কমে গিয়েছে অনেকটাই। শীত হারিয়েছে তার এই সান্ধ্য খেলার আসরকে।

বাঙালির কাছে শীত ছিল বরাবরই এক সুস্বাদু মরশুম। এই মরশুমে খরচের হাতটাও যেন বাগে আসতে চাইত না। কেনার ক্ষমতা লাগাম ছাড়া হতেই হবে, কেন না শীত এসেছে যে। এখন না খেলে আর পাওয়া যাবে না। বাতাসে শিরশির অনুভূতির সঙ্গেই যেন আগাম ভেসে আসত শীতের রসনার সুবাস। তরতাজা সব্জিভরা বাজারে ঢুকেই মন ভালো হয়ে যেত আগাম কল্পনার রসাস্বাদনে। কিন্তু না, আধুনিক কৃষিব্যবস্থা ফসল ফলাতে এখন আর শীতের তোয়াক্কা করে না। ফলে শীতের নিজস্ব ফসল ফলছে, সারা বছর, আমরাও খাচ্ছি। শীতের ফুলকপি এখন সারা বছর তারাদের অনেকেরই হাঁড়ির খবর আজ সকলের নখদর্পণে। ভোটের প্রচারে, নিজের ছবির প্রচারে, নানান ছলছুতোয় আজ তারা দর্শকের নাগালের মধ্যে চলে আসে প্রায়ই। ফলে দর্শন যেখানে সহজলভ্য, তখন তাদের দর্শনের জন্য দর্শককুলের আকুতি খুবই কম। তাই আজ আর আর্টিস্ট দেখতে আলাদা করে শীতের রাত জেগে খেলার মাঠের প্যান্ডেলে ত্রিপলে বা কাঠের চেয়ারে বসে, তারকাবহুল স্টার নাইট দেখার ধূম আর নেই। ফলে শীতের কাটে নিঃসঙ্গ রাত।

প্রকৃতিতে শীত আসত বেশ সেজেগুজে। শীতকে যেন দেখতে পাওয়া যেত। প্রতিটি বাড়ির খোলা জায়গায় কিংবা বারান্দার রেলিংয়ের ফাঁক গলে শীত চুঁইয়ে পড়ত। সারা বছর একমাত্র এই সময়টাতেই নানা রং উঁকি দিত সেইসব জায়গায়। বিভিন্ন রংয়ের চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, গোলাপ উঠত ঝলমলিয়ে। দোকানে ফুলের জলসায় এরা সবসময়ই শীতকে এক অন্য মাত্রা এনে দিত। কিন্তু দিল মাঙ্গে মোর! ভালো কিছু আমাদের সবসময় চাই। শুরু হল সারা বছর এইসব ফুলের চাষ। শীতের ফুল এখন সারা বছরই ফুলের দোকানে সেজে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধুমাত্র শীতের সঙ্গে তার আর কোনও বিশেষ আত্মীয়তা নেই। শীতকে হারিয়ে ওরাও হারিয়েছে সুগন্ধ, হারিয়েছে আমেজ।

দিনের যে কোনও সময় বিশেষত শীতকালে সন্ধ্যের পর কাঠকুটো–পাতায় লাগানো আগুন গোল করে ঘিরেই আড্ডা জমে উঠত। সেই আড্ডায় উঠে আসত সেইদিনের শীতের তাপমাত্রা বোধ থেকে আমেরিকার প্রধানমন্ত্রীর কাজকর্মের কাটাছেঁড়া। আধো অন্ধকারে তাকে ঘিরে থাকা অনেকগুলো মুখ মানেই, অনেক দৃষ্টিভঙ্গি, অনেক আদর্শ, অনেক স্বপ্ন চারণ, অনেক আশাভঙ্গের গল্পগাঁথা। তাকে ঘিরে না থাকত কোন উচ্চ–নীচ ভেদাভেদ, না থাকত বয়সের তারতম্য। সে থাকা মানেই সকলের যোগদান অবাধ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই জটলা আজ প্রায় চোখেই পড়ে না। তথাকথিত আধুনিকতা আর বৃক্ষ সংরক্ষণ, এই দুইয়ে মিলে শীতে আগুন পোহানো কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। সমাজের নিম্নবিত্ত লোকজনদের মধ্যে কালে ভদ্রে শীতের সন্ধ্যায় তার দেখা মেলে। শীত এলে কিছু সম্পর্ক কেমন যেন নিবিড় হয়ে যেত। সারাদিন পড়াশুনো, ছুটোছুটি, হইহইয়ে মেতে থাকত ছেলেবেলা। কিন্তু রাতের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর সারা পৃথিবীর শীত এসে যেন গায়ে জড়িয়ে যেত। মন তখন খুঁজে বেড়াত সেই উত্তাপ, সেই ওম, সেই নিবিড় হয়ে পাওয়া গায়ের গন্ধ। ছুট্টে গিয়ে লেপের আদরে ঠাকুমাকে জড়িয়ে নিয়ে সোজা রূপকথার দেশে। লোপের ওমের সঙ্গে মিশে থাকত ঠাকুমার গন্ধ। খুব চেনা সেই গন্ধটার সঙ্গেই যেন ছিল আত্মীয়তা, তা যেন ছিল শীতেরই এক আলাদা গন্ধ। যৌথ পরিবার ভেঙে, ফ্ল্যাটবাড়ি কালচারে আজকের শৈশব অনেকটাই সেই প্রবীণদের সান্নিধ্য হারিয়েছে। হ্যারি পটারের যুগে এসে হারিয়ে গেছে পরী ও দৈত্যেরাও। এখন একলা রাতে নরম কম্বলের ওমে, শীতের সেই চেনা গন্ধ আসে কই!

তীব্র গরমের দহন থেকে নিস্তার পেতে শীতের উত্তাপটুকুই এখন লোকে চায়। আমাদের সেই স্বার্থপূরণে শীত নীরবে আসে আবার একদিন নীরবে চলেও যায়। এখন শীত মানে শুধুই ঠান্ডা উত্তাপ আর ধোঁয়া মেশা কুয়াশার আভরণ। সেই ধোঁয়াশার আড়ালে যেন ওত পেতে থাকে কোনও বিপদ, কোনও অজানা আতঙ্ক। বদলে যাওয়া জীবন–শৈলীর বিনোদনের পসরা, শীতের জন্য আলাদা করে কোনও জায়গা ছেড়ে দেয় না। তাই এখন শীতের অস্তিত্ব শুধু শরীরেই, মননে নয়। তাকে ছেড়ে গিয়ে অথচ তাকে মনে রেখেই আজ তার সঙ্গীরা দিয়েছে, শীত ঘুম!

uttarayan@uttarayandeb.com

Full Copy! সেই স্বাদ আর নেই। তাই খেতে বসে অতীতের স্বাদের স্মৃতি রোমন্থন ভোজন রসিকেরা করবেই। শুধুমাত্র স্পেশাল খাবার–দাবারের নিরিখেই অতীত আর আজকের শীত ভিন্ন।

এখন সারা বছরই টিভির পর্দায়, হাতের মোবাইলে তারাদের সহজলভ্যতা। মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তে

বাঙালির কাছে শীত ছিল বরাবরই এক সুস্বাদু মরশুম। এই মরশুমে খরচের হাতটাও যেন বাগে আসতে চাইত না। কেনার ক্ষমতা লাগাম ছাড়া হতেই হবে, কেন না শীত এসেছে যে